Psychology of the Offender) এই ধরনের ধর্ষকদের বলেছেন "power rapists", কারণ লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ যথেচ্ছভাবে করার পরেও তাদের শক্তিপ্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা মেটে না। তাই গ্রাম, জনপদ করায়ত্ত করার পর তারা নারীশরীরের মানচিত্রে তাদের যৌনলালসা ও পাশবিক আক্রমণের ছাপ রাখতে প্রয়াসী হয়। ধর্ষণ এখানে হয়ে ওঠে আধিপত্য স্থাপনের হাতিয়ার। আমার নিজের মেয়েবেলায় ১৯৭১-এর এক চৈত্রের দুপুরে ওপার বাংলা থেকে পালিয়ে আসা মাধবীর (নাম পরিবর্তিত) সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। বাবা, মা, ভাই, দিদির নির্মম হত্যার পর ১৫ বছরের মেয়েটি রাতের অন্ধকারে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে আসে। দিনের বেলা খান সেনাদের ভয়ে পচা ডোবায় বা গরুর জাবনামাখার পাত্রে সে লুকিয়ে থাকত। রাতের অন্ধকারে পথ হাঁটতে গিয়ে কয়েকজন সঙ্গীসাথী, প্রতিবেশীকে খুঁজে পায় সে। তারপর কখনও জলপথে, কখনও হাঁটাপথে দর্শনার বর্ডার পার হয়ে স্থান পায় রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে। অনেক অনুসন্ধানের পর এক দূর সম্পর্কের কাকার বাড়ি তার আশ্রয়স্থল হয়, যা ছিল রাণাঘাটে, আমাদের পাড়াতেই। কাছাকাছি বয়সি হবার সুবাদের দীর্ঘাঙ্গী, শ্যামলা মেয়েটির সঙ্গে অচিরেই আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পচা পাঁকে, জাবনার পাত্রে লুকিয়ে থাকার কারণে তার সারা গায়ে বীভৎস চর্মরোগ দেখা দিয়েছিল। বছর তিনেক সে আমাদের পাড়ায় ছিল। তারপর তার গন্তব্য ছিল অজানা। শুনেছিলাম তার সেই তুতো কাকা মাতৃপিতৃহীন মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দেন। ৩০ মার্চ গভীর রাতে খানসেনারা রাজাকার বাহিনী সমেত তাদের বাড়ির দখল নেয়। তীব্র চিৎকার শুনে সে ভয়ে ছাদে উঠে গিয়েছিল এবং ছাদের পাঁচিলের জাফরির ফাঁক দিয়ে তার, সেই রাতে, নরক দর্শন হয়েছিল। মাধবীর বয়ানে "আমি দেখেছিলাম লোকগুলো আমার বাবা আর ভাইয়ের কপালে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ওদের সামনে আমার মা আর দিদিকে উলঙ্গ করে অত্যাচার করে (পরে জেনেছিলাম, তা হল ধর্ষণ)। তখন আমার দিদির পেটে বাচ্চা—আটমাসের। অত্যাচার করার পরে ওরা মা-দিদিকে লাথি মারে। চারদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। বাবা মা ভাই দিদি সবাই মিলে চিৎকার করছিল, কাঁদছিল। তারপর ওরা গুলি করে চারজনকে মেরে ফেলে। আমি ছাদের লাগোয়া আমগাছে উঠে পড়ি। তারপর ওই পশুগুলো চলে গেলে গাছ থেকে নেমে অন্ধকারে ছুটতে থাকি, ছুটতে থাকি। কতবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই, পায়ে কাটা বিঁধে যায়। কাঁদতে থাকি। কত সুন্দর পরিবার ছিল আমাদের। বাবা স্কুলে পড়াতেন। মা সবসময় আমাদের আগলে থাকত। একমাত্র ভাই ছিল সবাইয়ের চোখের মণি। আজ আমার কেউ নেই, কেউ না।"

'রেপ ভিক্টিম' বা ধর্ষণের শিকার নারীদের ওপর লেখা হয়েছে অনেক উল্লেখযোগ্য বই, যেমন Iris Chang- এর লেখা *The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World war II* (2012), Beverly Allen-এর *Rape Warfare: The Hidden Genocide in Bosina-Hergegovina and Croatia* (1996), James Dawes-এর লেখা *Evil Men* (2013) এবং অবশ্যই স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবি রাখে Susan Brownmiller লিখিত *Against Our will: Men, Women and Rape* (1993)। আবার ধর্ষিতা নারীর নিজস্ব জবানবন্দি লিপিবদ্ধ হয়েছে *Girl in the Woods: A Memoir* নামক বইতে (২০১৫), যদিও এই বইয়ের লেখিকার ওপর যৌন অত্যাচার ও ধর্ষণ যুদ্ধ বা দাঙ্গার সময় ঘটেনি। তাঁর ভাষায়— "এটাই সত্যি যে, এই লজ্জা আমার একার নয়, যে কোনও পরিস্থিতিতে যেসব নারী এই ধরনের ভয়াবহতার সম্মুখীন হয়, তাদের সবাইয়ের"। যুদ্ধে, দাঙ্গায়, ধর্ষিতা মেয়েদের জবানবন্দি সংগ্রহ করে Christina Lamb

Scanned with CamScanner